যুগান্তর

13 JAN 203

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

চার মাস পর সংশোধিত ফল প্রকাশ

এইচএসসি : চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রথম ফেরদৌস

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার
চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে

প্রথম : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

প্রথম ফেরদৌস

১৩ পৃষ্ঠার পর।

মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। এই বিভাগ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় চট্টগ্রাম বোর্ডে সপ্তম স্থান পাওয়া ছাত্রী ফেরদৌস আরা প্রথম স্থানে এবং প্রথম স্থান পাওয়া ছাত্রী ফারহানা জেরিন ইমি চলে গেছে দ্বিতীয় স্থানে। স্বাভাবিকভাবে মেধা তালিকার দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থান পাওয়ায় অন্য ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলেও পরিবর্তন হয়েছে। ওএমআর শিটে প্রাপ্ত নম্বরের বৃত্ত ভরাটে ভুলের কারণে মেধা তালিকা পরিবর্তনের এ ঘটনা ঘটেছে।

সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করতে গিয়ে ওএমআর শিটে এই ভুল ধরা পড়ে। পুনঃনিরীক্ষণের দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ফল প্রকাশের চার মাসের মাথায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ এইচএসসি মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকার সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করল। মেধা তালিকা পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর এজেএম শহীদুল্লাহ গতকাল যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষকের মানবীয় ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের বিরুদ্ধে বোর্ডের শৃংখলা কমিটি কঠোর ব্যবস্থা নেবে উল্লেখ করে বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, স্বচ্ছতার জন্যই বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের খাতা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখে এবং যার যা ফল প্রাপ্য তা দেয়ার চেষ্টা করছে। হোজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষক উত্তরপত্র পরীক্ষণে এই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বলে জানা গেছে। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করতে গিয়ে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসির আরও ১৪ পরীক্ষার্থীর ফলাফলে রদবদল এনেছে এবং এর মধ্যে দু'জন ফেল করা ছাত্রও পাস হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে সংশোধিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান পাওয়া চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী ফেরদৌস আরা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে যুগান্তরকে বলেছেন, নিজের ওপর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকার কারণে আমি সন্দিগ্ধ বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করি এবং পুনঃনিরীক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্য ফল বেরিয়ে আসে।

বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী ফারহানা জেরিন ইমি (রোল-৩০০৮৫৫) ৭৮৬ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী ফেরদৌস আরা (রোল-৩০৩৯০৫) ৭৫৭ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান পায়। এই ফলাফলে সে হতাশ হলেও মার্কশিট হাতে পেয়ে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রাপ্ত নম্বর (৩১) দেখে হতবাক হয় এবং ওই বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য বোর্ডে আবেদন করে।

সূত্র জানায়, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই ছাত্রীর উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করতে গিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দেখতে পায়, উত্তরপত্রে যে ওএমআর শিট রয়েছে ওই শিটে পরীক্ষক প্রাপ্ত নম্বর ৬১ লিখলেও বৃত্ত ভরাট করে ৩ ও ১ বা ৩১-এর ঘরে। ফলে কম্পিউটার কেন্দ্রে বৃত্ত ভরাট দেখে ৩১ নম্বরই (৩০ নম্বর কম) ফেরদৌস আরার মূল মার্কসের সঙ্গে যোগ করা হয়। পুনঃনিরীক্ষণে সঠিক নম্বর (৬১) যোগ করার পর ফেরদৌস আরার মোট নম্বর দাঁড়ায় ৭৮৭। ফলে স্বাভাবিকভাবে ৭৮৭ নম্বর পেয়ে প্রথম হওয়া ফারহানা জেরিন ইমি চলে আসে দ্বিতীয় স্থানে।

পুনঃনিরীক্ষণের ফলে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হওয়া ফয়সাল ইসলাম ওয়ালি ও নাসরিন জাহান যুগ্মভাবে তৃতীয়, তৃতীয় হওয়া আশেক মোহাম্মদ এনামুল আবেদীন চতুর্থ, চতুর্থ হওয়া মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন পঞ্চম, পঞ্চম হওয়া তাহমিনা কবির ষষ্ঠ, যুগ্মভাবে ষষ্ঠ হওয়া মেরিনা ফেরদৌস ও হাসিনা আক্তার যুগ্মভাবে সপ্তম স্থানে চলে আসে।